গাংনীতে জোরপূর্বক ঘর তোলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের মহিলাসহ আহত ১৫

গাংনী উপজেলার জালসুকা গ্রামে বন্দোবস্তকৃত জমিতে জোরপূর্বক পাকা দালাল তোলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের মহিলাসহ ১৫ জন গুরুতর জখম হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে জালসুকা বালিপাড়া গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে আহতদের প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে কয়েক জনকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
সংঘর্ষে উভয়পক্ষের আহতরা হলেন, জালসুকা বালিপাড়া গ্রামের মৃত নবীছদ্দীনের ছেলে আব্দুর রহমান (৬২), আজিমদ্দীনের ছেলে মসলেম আলী (৬৫), মসলেমের ছেলে মহসিন আলী (৪৮), শাহজাহান আলী (৪৫), গোলাম হোসেন (৩৭), মসলেমের স্ত্রী আনোয়ারা খাতুন (৫৫), গোলাম রসুলের স্ত্রী নার্গিস খাতুন (২৮)।
অন্যদিকে জমি দখলকারী মৃত কফিলউদ্দীনের ছেলে আহমেদ আলী (৭০), মনিরুদ্দীনের ছেলে আসাদুল ইসলাম (৫৫), রুহুল আমিন (৩০), আসাদুলের ছেলে রিপন (২৬), আনারুলের স্ত্রী সাগরা খাতুন (৩০), রুহুল আমিনের ছেলে রাকিবুল ইসলাম (২০)।
স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ বাড়ির পার্শ্বে মাত্র ৫ পয়েন্ট খাস জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল তাদের মধ্যে। উক্ত জমি আব্দুর রহমান সরকারের নিকট থেকে বন্দোবস্ত নেয়।
তার জমি জমা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র থাকলেও আহমেদ আলী গ্রামের একটি দালাল চক্রকে ম্যানেজ করে উক্ত জমি দখলে নিতে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর বেলায় একাধিক রাজমিস্ত্রী নিয়ে জোরপূর্বক পাকাঘর করতে যায়।
আহত মহসিন আলী আরও জানান, গ্রামের আসাদুল, আনারুল ও জহরুলের ইন্ধনে ভাড়াটে লোকজন নিয়ে এসে জমি দখল নিতে চায়। এসময় দুপক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। বাকবিতন্ডার একপর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র লোহার রড, লাঠি, ফলা, হাসুয়া নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধে।
আহত গোলাম হোসেন জানান, সংঘর্ষে ভাড়াটে হিসাবে জিনারুল ইসলাম, মিনারুল, আসাদুল, জসীম, আনারুল, জহুরুল, রিপন ও টুকু অংশ নেয়। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের মহিলাসহ ১৫ জন আহত হয়।

আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। পরে গুরুতর জখম আসাদুল ও সাগরার অবস্থা গুরুতর হলে তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।
এ ব্যাপারে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আহতদের গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এখনও কোন পক্ষ অভিযোগ করে নাই। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২৬জন কে ৫৯৫টাকা জরিমানা

করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে ২৬জন ব্যক্তিকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার পৃথক পৃথক স্থানে সরকারি আদেশ অমান্য কারিদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত করে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যজিস্ট্রেট দিলারা রহমান ও দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ।
ভ্রম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সদর, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বিভিন্ন বাজার তদারকি, স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন যাচাই সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন।
এসময় সরকারি আদেশ অমান্য কারি ২৬জনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের আওতায় এনে জরিমানা করা হয়। এসময় অভিযুক্ত ২৬জন ব্যক্তির কাছ থেকে ৫হাজার ৯’শ ৫০টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
এসময় সরকারি আদেশ অমান্যকারি ১৩জন ব্যক্তিকে ১ঘন্টা করে আটক রাখার আদেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ। এদিকে বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের বাসস্টান্ডে অতিরিক্ত মূল্যে ফল বিক্রি করার অভিযোগে ফল বিক্রেতাদের কে সর্তক করে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

দিলারা রহমান।
পৃথক ভ্রাময়মাণ আদালতে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলি, দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ, কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ি পুলিশ ও সাংবাদিক এমআই মিরাজ, রতন বিশ্বাস প্রমুখ।
দামুড়হুদায় লকডাউন বাস্তবায়ন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা কালে ইউএনও দিলারা রহমান বলেন, সরকার ঘোষিত লকডাউন বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন সর্বাত্মক কঠোর ভূমিকা পালন করবে। যদি কেউ লকডাউন বাস্তবায়ন অমান্য করে তার বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
আর এই লকডাউনে যদি কোন অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে দ্রব্যমূলের দাম বৃদ্ধি করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাই তার বিরুদ্ধেও কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তিনি উপজেলাবাসীর উদ্দেশ্যে আরো বলেন, আপনারা সরকারি নির্দেশনা মেনে সকলে মাস্ক পরিধার করুন স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলুন এবং সকল প্রকার জনসমাগম এড়িয়ে চলুন।
এছাড়াও লকডাউন বাস্তবায়ন উপজেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা করুন। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন।

আলমডাঙ্গার ডাউকি মাদ্রাসাতুস সালাম এতিমখানায় অনুদান প্রদান

আলমডাঙ্গার ডাউকি মাদ্রাসাতুস সালাম এতিমখানার উন্নয়নে ২০ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
আমেরিকা প্রবাসি আব্দুল মান্নান রতন জমিদার এ অনুদান প্রদান করেন। গত বুধবার বিকেলে এতিম খানা প্রাঙ্গণে ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বাদল স্মৃতি একাডেমির প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দিপু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুদানের টাকা প্রদান করেন।
এ সময় উপন্থিত ছিলেন বন্ধু ৮৮ সংগঠনের প্রতিনিধি মোবারক হোসেন, সার্জেন আলী, আশরাফুর রশীদ মন্টু, সাহাবদ্দীন আহম্মেদ,

মাদ্রাসাতুস সালাম এতিম খানার ক্যাশিয়ার হাফিজুর রহমান, ওমর ফারুক, আব্দুস সাত্তার, ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, ২ নং ওয়ার্ড সভাপতি পানুয়ার মোল্লা, আশরাফুল ইসলাম, আলতাফ হোসেন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা ডিঙ্গেদাহ বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান-জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গা সদরের ডিঙ্গেদহ বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়েছে। মোট ২ জন মুদি ব্যবসায়ীকে ৬ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
অভিযানটি পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের ডিঙ্গেদহ বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা এবং ধার্য মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করায় দুই মুদি ব্যবসায়ীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন,২০০৯ এর ৩৮ ও ৪০ ধারায় ২ টি মামলায় ২জন কে সর্বমোট ৬৫০০/-(ছয় হাজার পাঁচ শত টাকা মাত্র) অর্থদন্ড প্রদান করেন। একই সাথে জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন।
এ সময় তিনি বলেন, যথাযথভাবে এবং নীতির উপরে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে না হলে তাদেরকে জরিমানার আওতায় আনা হবে। সহযোগিতায় ছিলেন মোঃ সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট এবং সরোজগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের চৌকস দল। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

আলমডাঙ্গায় লকডাউন উপেক্ষা করায় ১৪ জনকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা

করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সরকার ঘোষিত আট দিনের সর্বাত্মক লকডাউনে আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ইউএনও ও নির্বাহি ম্যাজিষ্ট্রেট পুলক কুমার মন্ডল ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির বাদশা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
এসময় পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তারা তাকে সহায়তা করেন।
লকডাউন উপেক্ষা কারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে রাখা, ভ্যানে অতিরিক্ত যাত্রী বহনসহ মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরাঘুরির পাশাপাশি লাইসেন্স না থাকার অপরাধে ৯ জনকে দণ্ডিত করে ৭ হাজার ২ শত টাকা জরিমানা করেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এদিকে, লকডাউন না মেনে দোকান খুলে ব্যবসা ও নিষেধাজ্ঞার পরও ঘোরাঘুরি করায় ৫ জনকে ৩ হাজার ৬শত টাকা জরিমানা করেন উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বাদশা।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট পুলক কুমার মন্ডল বলেন, করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখা হবে।

সর্বাত্মক লকডাউন চলছে

আলমডাঙ্গায়, কঠোর অবস্থানে

প্রশাসন

করোনার ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে গত বুধবার থেকে সারাদেশের ন্যায় আলমডাঙ্গায় শুরু হয়েছে ৮দিনের সর্বাত্মক লকডাউন। এই লকডাউন মানাতে যথেষ্ট তৎপর উপজেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

তবে, এবছর মাহে রমজানের শুরুর দিনে কঠোর লকডাউনে বিভিন্ন অজুহাতে যে সব মানুষ বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন তাদেরকে পুলিশি জেরার মুখে পড়তে হচ্ছে।
এদিকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া লকডাউনে মানুষের ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ থাকলেও নিম্নআয়ের মানুষ অনেকে রাস্তায় নেমেছেন। যানবাহন না থাকলেও রাস্তায় বেশকিছু ভ্যান ও মোটরসাইকেল চোখে পড়েছে।
আবার অনেক মানুষকে পায়ে হেঁটে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছাতে দেখা গেছে। বন্ধ রয়েছে দোকানপাট। তবে কাঁচা বাজারগুলো খোলা জায়গায় স্থানান্তরের কথা থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে কাঁচা বাজার গুলোতে স্বাস্থ্যবিধির কোনো বালাই নাই।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় শহরের কাঁচারি বাজারে সাপ্তাহিক হাটে দেখা মিলেছে জনসমাগম।
তবে, আলমডাঙ্গা শহরের হাইরোড, আনন্দধাম, লালব্রিজ ও স্টেশন এলাকায় পুলিশি তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। যানবাহন বন্ধ থাকায় ভ্যানে করে যেসব মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে যাচ্ছে। পুলিশ তাদের থামিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, সদুত্তর না পাওয়ায় অনেককেই ভ্যান থেকে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে।
করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুটি টিম কাজ করছে। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে দোকান খোলা ও অপ্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বের হলেই গুনতে হচ্ছে জরিমানা।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১০ টা থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডল, সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বাদশা।
আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুলক কুমার মন্ডল জানান, চলমান করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সরকার এই লকডাউন ঘোষণা করেছে। তাই সবাইকে অন্তত নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থে লকডাউন মেনে চলার আহ্বান জানান।

গাংনীতে গৃহবধুকে হত্যার

অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামে স্বামীর পরোকীয়ায় থাবা দেয়ার জের ধরে গৃহবধু আসমানি খাতুনকে শারীরীক নির্যাতন করে মুখে বিষ ঢেলে হত্যা চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আসমানির মা রাকেদা খাতুন।
গতকাল বৃহষ্পতিবার ভোরে আসমানি খাতুনের মৃত্যু হয়। পরোকীয়া প্রেমে বাধা দেয়ায় স্বামী সাজেদুল ইসলাম আসমানিকে নির্যাতন শেষে মুখে বিষ ঢেলে দেয় হয় বলে অভিযোগ করেন নিহত আসমানির বাবা। আসমানির মা রাকেদা খাতুন জানান, স্বামী সাজেদুল এর পরোকীয়া প্রেমে বাধা দেয়ায় আসমানিকে মাঝে মাঝে নির্যাতন করতো স্বামী সাজেদুল। গত ৫ এপ্রিল রাতে সাজেদুল ইসলাম তার পরকীয়া প্রমিকার সাথে মোবাইলে কথা বলছিলেন। সে কথা শুনতে স্বামীর কানের সাথে কান লাগায় আসমানি। এতেই রাগান্মিত হয়ে লাঠি দিয়ে মারধর করে আসমানিকে। পরে দু’জনের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে সাজেদুল ও তার বাড়ির লোকজন মিলে ব্যাপক নির্যাতন শেষে আসমানির মুখে আগাছা নাশক বিষ ঢেলে দেয়। প্রতিবেশিরা টের পেয়ে আসমানিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল হাসপাতালে প্রেরণ করে। চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে ১৩ তারিখে আসমানির বাবার বাড়ি হাড়িয়াদাহ গ্রামে নিয়ে আসে। চিকিৎসার পর ১৪ তারিখ ভোরে আসমানির মৃত্যু হয়।
এবিষয়ে আসমানির পিতা আরশেদ আলী বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলার অভিযোগ করেন। যার নং ১৩।
আসমানির ছেলে তুহিন (১১) জানায়, বাবা এবং মায়ের সাথে মাঝে মধ্যেই ঝগড়া হতো এবং মাকে মারধর করতো বাবা। সেদিনও মাকে মারধর করে। স্থানীয়রা জানায়, বিষয়টি ভিন্ন দিকে নেয়ার জন্য নিহত আসমানি ও তার স্বামীর পরিবারের মধ্যে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে মিমাংসার প্রক্রিয়া চলছে।
তবে টাকার বিনিময়ে একটি হত্যা ও নির্যাতনের মত ঘটনাকে ধামা চাপা না পড়ে এবিষয়ে পুলিশকে গুরুত্বের সাথে তদন্ত করে সত্য ঘটনা উদঘাটনের আহবান জানান এলাকাবাসী।
নিহত আসমানি খাতুনের চাচাতো ভাই আলেকচান সাংবাদিকদের জানান, দুপক্ষের মেম্বার মাতব্বরদের নিয়ে বসা হয়েছিল মিমাংসার জন্য আমার জানামতে টাকার বিনিময়ে মিমাংসা হয়েছে তবে কতটাকার বিনিময়ে মিমাংসা হয়েছে তা জানতে পারিনি। আমাদের ছোট মাথায় এতো কিছু জানার দরকার নেই। তবে মেয়না করা হয়েছে এটি মাত্র আই ওয়াশ ছাড়া

কিছুই না। এর বেশী কিছু বলতে গেলে সমস্যা আছে।
তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন স্থানীয়রা জানান, আসমানি ও সাজেদুল এদরে পরিবার ও গ্রামের মন্ডলদের সাথে একটি চুক্তি হয়েছে। যে চুক্তির বিষয়টি এখন প্রকাশ করা হচ্ছেনা। সময় হলে আস্তে আস্তে একসময় সব প্রকাশ পাবে। পুলিশ যদি এই মিমাংসার বিষয়ে জড়িত থাকে তবে সত্যতা উদঘাটন করার কেউ থাকবেনা বলেও মন্তব্য করেন তারা। রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য রবিউল ইসলাম বলেন আপোষ করা চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তা অমিমাংসিত অবস্থায় রয়েছে।
রাইপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য জসিম উদ্দিন বলেন, প্রাথমিক ভাবে আপোষ মিমাংসার চেষ্টা করা হয়েছিল। আপোষ মিমাংসা হলে ময়না ছাড়ায় দাফন করার চেষ্টা চলছিল। পরে বিকেলে লাশ ময়না তদন্তের পর নিহত আসমানির পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধায় তাকে গ্রামে দাফন কাজ সম্পন্ন করা হয়। অভিযোগ তদন্তকারি কর্মমর্তা এসআই আব্দুর রাজ্জাক জানান, প্রাথমিক সুরতহাল রিপোর্ট করা হয়েছে। তাতে নিহত আসমানির পায়ের বিভিন্ন যায়গায় আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। ময়না তদন্ত শেষে সত্যতা প্রকাশ হবে।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, এ ব্যাপারে আসমানির বাবা আরশেদ আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি ইউডি মামলা দায়ের করেছেন। আমরা ঘটনাটি তদন্তের জন্র ঘটনা স্থলে গিয়েছিলাম। প্রাথমিক তদন্ত শেষ হয়েছে। লাশ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়না তদন্ত রিপোর্ট পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন

“কঠিন প্রশিক্ষণ সহজ যুদ্ধ” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে দিনব্যাপী চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ পুলিশের মাননীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম(বার) মহোদয়ের নির্দেশনায় জনগণের দোরগোড়ায় পুলিশী সেবা পৌছে দিতে কনস্টেবল হতে অতিরিক্ত আইজিপি পদমর্যদার পুলিশ

সদস্যদের অভ্যন্তরীন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাৎসরিক কমপক্ষে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গার আয়োজনে পুলিশ লাইন প্যারেড গ্রাউন্ডে রায়ট ড্রিল ও আর্মস হ্যান্ডেলিং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম।
এসময় তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ হচ্ছে এমন একটি পরিকল্পিত কার্যক্রম যেখানে একদল মানুষকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তির কাজের উপর জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মীর আত্মবিশ্বাস ও সাহস বৃদ্ধি পায়। সঠিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ব্যক্তিই শত্রুপক্ষের অভিসন্ধি রপ্ত এবং তাৎক্ষনিক আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম।
আর এ জন্য উত্তম প্রশিক্ষনের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক ক্ষিপ্রতা, পেশীর ক্ষিপ্রতা, ফুসফুসের শক্তি, সহনশীলতা, দ্রুত চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং প্রতিপক্ষের কৌশল ও মনোভাব অনুধাবনের যোগ্যতা অর্জিত হয়। সকল পুলিশ সদস্য কর্তব্যরত অবস্থায় নিজের জানমাল, অপরের জানমাল এবং সরকারী সম্পত্তি রক্ষায় সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) আবু রাসেল, আরআই মোঃ হাবিবুর রহমান কাজী সহ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারি প্রশিক্ষনার্থীগণ।

ঝিনাইদহে বিপুল পরিমাণ গাঁজাসহ দুইজন আটক

ঝিনাইদহে পিকআপ ভর্তি আনারসের ভিতর থেকে বিপুল পরিমাণ গাজাসহ দুই জনকে আটক করে সদর থানা পুলিশ।
গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর রাতে তাদেরকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো,

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না গ্রামের আব্দুর রব মোল্লার ছেলে সোহেল রানা ও খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা গ্রামের আনার গাজীর ছেলে ইদ্রিস আলী।
ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মিজানুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি পৌর এলাকার মহিষাকুন্ডুতে খাগড়াছড়ি থেকে একটি পিকআপে আনারসের মাঝে গাজা আনা হচ্ছে।
এমন খবরের ভিত্তিতে ইন্সপেক্টর অপারেশন আবুল খায়ের শেখ এর নেতৃত্বে এস আই ইউসুফ আলী এএস আই দেবাশীষসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে একটি পিকআপ ভর্তি আনারসের মাঝে রাখা সাড়ে ৭ কেজি গাজাসহ দুইজনকে আটক করা হয়।

মেডিকেলে ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তা, শেফার পাশে কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ

মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু অর্থের অভাবে ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল শেফা ও তার পরিবারের।
এ বিষয়ে গত ১২ এপ্রিল “অদম্য মেধাবী মেডিকেলে ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় কালীগঞ্জের শেফা” শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে।
সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর এগিয়ে আসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ভিত্তিক কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ। গত বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে কালীগঞ্জ পৌরসভার আড়পাড়া এলাকায় শেফার মা সুফিয়া বেগমের কাছে নগদ ২০ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করা হয়। শামছুন্নাহার শেফা উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের আব্দুল মোমিনের মেয়ে। সে এবার শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মাইটিভির ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি মিঠু মালিথা, কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপের এডমিন ও দৈনিক যুগান্তরের কালীগঞ্জ প্রতিনিধি শাহরিয়ার আলম সোহাগ, হলুদ সাগর, সাংবাদিক শোয়াইব উদ্দিন প্রমুখ।
কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপের এডমিন সাগর জানান, আঞ্চলিক ভাষায়